সবুজ সাথী
প্রথম ভাগ
MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
CHITTAGONG

মোঃ মুজিবুল হক
কাপাস গোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়
রোল নং -৪২

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
CHITTAGONG

সবুজ সাথী

(প্রথম ভাগ)

রচনায়:

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

সম্পাদনায়:

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

ও

খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বো[illegible]

ঢাকা।

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

(ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক ১৯৬৯ সালের শিক্ষা-বৎসরের জন্য পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্ধারিত)

ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ১৯৬৩; দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারী, ১৯৬৫; পুনর্মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ১৯৬৫;
পুনর্মুদ্রণ: ডিসেম্বর, ১৯৬৬; পুনর্মুদ্রণ: অক্টোবর, ১৯৬৭; পুনর্মুদ্রণ: জানুয়ারী, ১৯৬৯।

পঁচিশ লক্ষ পুস্তক পুনর্মুদ্রণ ও বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত পরিবেশকবৃন্দ:

১। প্যারাডাইজ লাইব্রেরী
৩৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

২। ইস্ট এণ্ড পাবলিকেশনস্
৬/২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

৩। পিপলস্ পাবলিকেশনস্
৩৮/১৬, বাংলা বাজার, ঢাকা

৪। আদিল ব্রাদার্স
৬৭, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

৫। সাহিত্য সন্ধানী
৭৭, পাটুয়াটুলী, ঢাকা

৬। আনোয়ারা বুক ডিপো
৩১, নন্দলাল দত্ত লেন, ঢাকা

৭। তাজমহল লাইব্রেরী
৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা

৮। আলমগীর লাইব্রেরী
৯, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

৯। আজিজিয়া লাইব্রেরী
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

১০। শরিফিয়া লাইব্রেরী
৩৮, বাংলা বাজার, ঢাকা

১১। বই ঘর
১৪৯, গভঃ নিউ-মার্কেট, ঢাকা

১২। ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং হাউস
৬/৩, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

১৩। দি কুমিল্লা লাইব্রেরী
৬, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

১৪। মমতাজ লাইব্রেরী
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

১৫। খন্দকার বুক হাউস
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

১৬। রশিদীয়া বুক ডিপো
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

১৭। দীন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭২/২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

১৮। কাইয়ুম বুক হাউস
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

১৯। সিটি পাবলিশার্স
৩৩, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

২০। পপুলার বুক সেন্টার
১১, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

২১। ইউনাইটেড বুক সাপ্লাই
২০, রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা

২২। ন্যাশনাল পাবলিশার্স
৪৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

২৩। সোবহানিয়া লাইব্রেরী
৭৯, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

২৪। মাওলা ব্রাদার্স
৩৯, বাংলা বাজার, ঢাকা

২৫। রশিদ পাবলিশিং হাউস
৭০, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

২৬। মুসলিম পাবলিশিং হাউস
২, নন্দলাল দত্ত লেন,
(লক্ষ্মীবাজার) ঢাকা

২৭। লেখা প্রকাশনী
১৮, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

২৮। কামাল কিতাব মহল
২৭, মতরুদাস লেন, ঢাকা

২৯। আরজু পাবলিকেশনস্
১১, নবাব ইউসুফ রোড, ঢাকা

৩০। কুমিল্লা বুক কর্পোরেশন
৫৯/২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

৩১। চয়নিকা প্রকাশনী
৩১-৩২, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

৩২। ইসলামী প্রকাশনী
৭৮/২, পাটুয়াটুলী, ঢাকা, জামে মসজিদ মার্কেট, সাউথ গেট

৩৩। নিউ বুক ভিলা
৫৯/৪, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

৩৪। হাবিব পাবলিকেশনস্
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

৩৫। মিল্লাত লাইব্রেরী
২৫, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা

৩৬। ক্রিসেন্ট পাবলিশার্স
৭৭, পাটুয়াটুলী, ঢাকা

৩৭। মডার্ণ লাইব্রেরী
৬৫, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

৩৮। বিশ্বকোষ
১১৬, গভঃ নিউ-মার্কেট, ঢাকা

৩৯। এ. বি. বুক ষ্টোর
১১৯, গভঃ নিউ-মার্কেট, ঢাকা

৪০। শাহীন পাবলিকেশনস্
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

৪১। মখদুমী এণ্ড আহ্‌ছানউল্লাহ লাইব্রেরী
১৮/৪, বাবুবাজার, ঢাকা

৪২। ইস্ট বেঙ্গল বুক সিণ্ডিকেট
২৮, কোতোয়ালী রোড, ঢাকা

৪৩। পাক কিতাবিস্তান
৪৬ এ, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

৪৪। রোসমত পাবলিকেশনস্
১১/১, বাংলা বাজার, ঢাকা

৪৫। হাকিমস্ বুক সপ
১১, বাংলা বাজার, ঢাকা

৪৬। পাকিস্তান বুক হাউস
৬৫, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

৪৭। শাহীন প্রিন্টিং প্রেস
৫৬/৪, জনসন শাহ স্ট্রীট, ঢাকা

৪৮। পাইওনিয়ার বুক ডিপো
৬৮/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা

৪৯। জিনাত বুক সাপ্লাই
গভঃ নিউ মার্কেট, ঢাকা

৫০। ফেভারিট বুকস্
৫১, ডি. আই. টি. মার্কেট, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে:

১। পাইওনিয়ার প্রেস, ঢাকা
২। সেন্ট্রাল অফসেট প্রেস, ঢাকা
৩। বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং লিঃ, ঢাকা
৪। এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিঃ, ঢাকা
৫। আতা হুসেন খান লিঃ, ঢাকা
৬। ফাইন আর্ট প্রেস, ঢাকা
৭। ঈস্টার্ণ রিগ্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ, ঢাকা
৮। এ্যাবকো প্রেস, ঢাকা

মূল্য: আশি পয়সা মাত্র

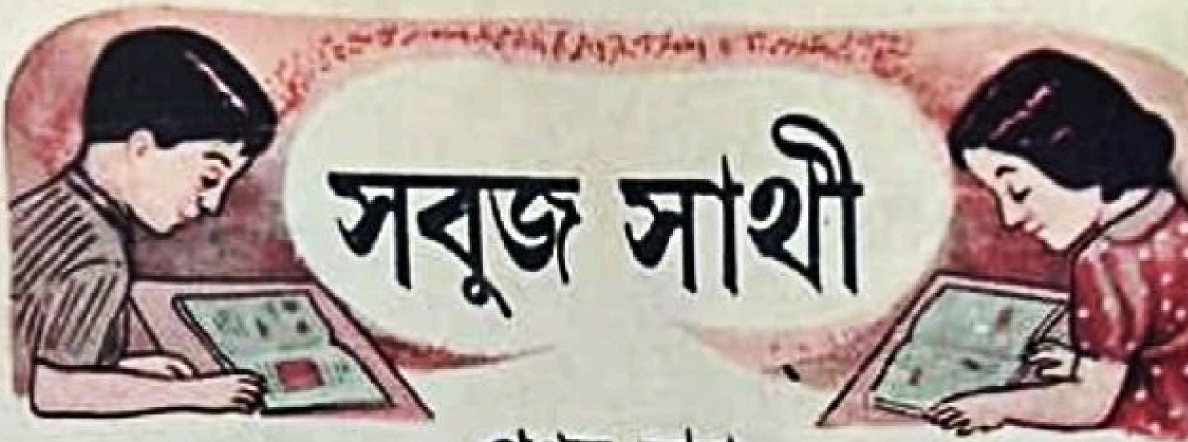

সবুজ সাথী

প্রথম ভাগ

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
CHITTAGONG

আম

আম

আন

আম আন

আ ম ন

মা

কলম

কলা

MOHAMMAD
CHITTAGONG
MUJIBUL HOQUE

মা নানা
আম নাম

নানা কলা আন
লাল কলম আন

আন কলা আন আম
নানা মামা মালা নাম

কাল কাক লাল আম
মা মামা নানা নাম

আ া ক ল

বক মই বই

বক কই
বই কই

মা আন খই
মামা আন বই

মা লাল বই আন
বাবা মামা মই আন

মা বাবা মামা কই
নানা আন কলা খই

ব খ ই

ঘর বর বিল

ঘর কই বর কই
বিল নাই খিল নাই

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

ঘর আর খিল
নল বল বিল

বর কই মালা লই
আমি লিখি কালি কই

বাবা মামা বই নাই
আমি মিনি কলা খাই

র ঘ ই ি

তালা গম এক

তাল আন
গম আন

তালা কই ? চাবি কই ?
তালা আন চাবি চাই ।
চাল খাই গম খাই ।
এক তালা আন ।
এক চাবি আন ।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

বর এল আন মালা,
মামা কই তাল তলা ।

ত চ গ এ

যব টাকা বট

যব নাই টাকা চাই

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

যাই বট তলা
করি কত খেলা

রাত এল বেলা নাই,
বাতি আন তেল চাই।

মিনি কই। করিম কই। চল যাই, বই আনি।
কার বই? আমার বই।

মতি মামা গেল ঘরে
রিনি মিনি খেলা করে।

য ট এ ে

ভেলা ময়না বউ

আন ভেলা,
করি খেলা।

করিম ভাই, ময়না কই ? ময়না নাই। গয়না কই ? গয়না নাই। বউ এল। বর এল। গয়না চাই। মালা চাই।

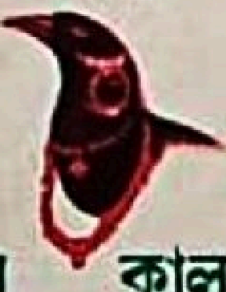

এক যে কাল ময়না,
কত যে তার গয়না।

ভ য় উ

খেজুর কলস কুকুর

খেজুর কার? সখিনা এস। কুকুর কার?
আমার খেজুর। কলস কই? মিনুর কুকুর।

জালাল কই? জাম তলা। চল, জাম তলা যাই। জাল কার? জেলে ভাইএর। সখিনা বুবু, সাবান আন। কলস আন। বুলু, গরু কই? গাব তলা।

বুলবুলি গান গায়,
খুকু বলে আয় আয়।

জ স উ ৭

দই ডাব ঈদ

দই নাই, ডাব চাই।
ঈদ এল, জামা চাই।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

মা, আজ ঈদ। নতুন জামা আন। লাল জামা চাই। দবির ভাই কই? চল, বট তলা যাই। সেখানে ঈদের নামাজ। এস, গলাগলি করি। আজ সেমাই খাইব।

ডালে নাচে বুলবুলি,
খুকু নাচে চুল খুলি।

দ ড ঈ

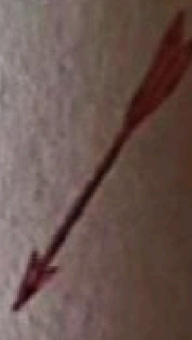

ঝড়   খড়   তীর

এল ঝড়, উড়ে খড়।
এস বীর, আন তীর।

ঝড় এল। বড় চালা নড়বড় করে। বাবা বাড়ি নাই। বড় ভাই কই ? তাড়াতাড়ি আস।

ভয় নাই। এস, খড় জড় করি। দড়ি আন। দা কই ?

এটা কি ? ঈগল পাখি। তীর দিয়া ঈগল পাখি মারা যায়।

ঝড় এল কড়কড়,
ডাল নড়ে সড়সড়।

ঝ   ড়   ঈ   ী

ধান শসা ওল

এই দেখ ধান।
শীরীন শসা আন।
ওল কচু খাই।

এই ধান খেত চাচার। ধান খেতে একটি শালিক। ওটা শালিক নয়। তবে কি? ওটা চড়াই। তীর আন। না, চড়াই মারিব না।

শালিক বলে চড়াই,
তীরটা দেখে ডরাই।

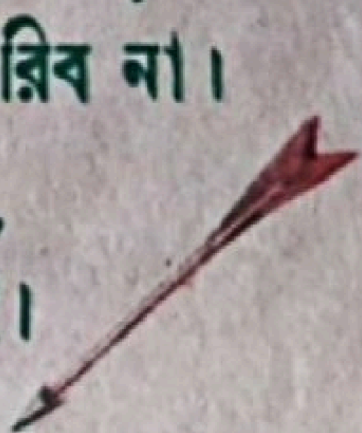

ধ শ ও

ছই ওড়না ঘোড়া

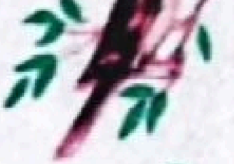

ধানে দাও মই।
নায়ে আছে ছই।

শালিক দেখ নাচে ডালে,
ঘোড়া চলে দুলকি চালে।

ছড়ি কই? ছাতা কই?
সেবুর গায়ে ওড়না।

ছালা লও। দড়ি লও। এক বোঝা খড় আনিব।
ঐ তেজি ঘোড়া। টগবগ করিয়া ছোটে। শাবাশ!

ছবি গান গায়,
মোয়া মুড়ি খায়।

ছ ও ে া

হলুদ পয়সা ঐ

হলুদ নাই, পয়সা দাও। ঐ পয়সা।

কয় পয়সা ? নয় পয়সা। আর কি আনিব ?
পুদিনা আনিও। পান আনিও।

ঐ দেখ টিয়া পাখি। উহার ডানা আর লেজ কী সবুজ ! ঐ দেখ হাতি। বাপ্‌রে বাপ! কত বড় হাতি ! চল, এবার বাড়ি যাই।

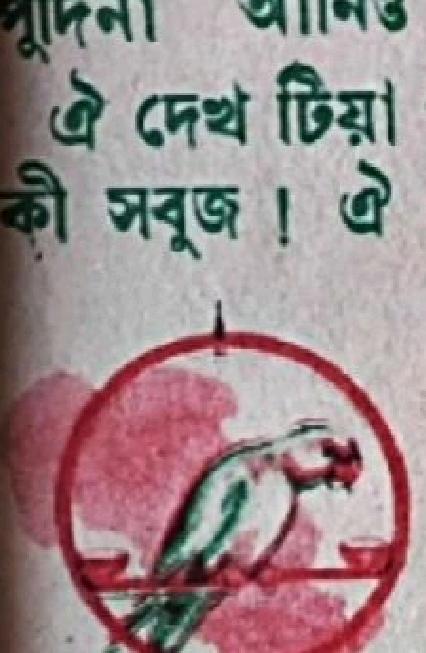

হাশেম ভাই হাতি চড়ে,
বাঘ ভালুক শিকার করে।

হ প ঐ

ফল থালা কৈ

থালা ভরা ফল চাই,
কৈ মাছ ভাজা খাই।

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

এখন বৈকাল। হাবীব থলি আন। হাটে যাইব। ফল আর কৈ মাছ কিনিব।

ওস্‌মান, ফুল কই? ঐ বাগানে। কি কি ফুল? জবা, টগর আর পলাশ।

এক থলি কৈ মাছ
এক থালা দৈ,
তাই নিয়া কাড়াকাড়ি
এত হৈ চৈ।

ফ থ ঐ ৈ

ঢল ঔষধ নৌকা

বরষার ঢল, চলে কল কল।
ঔষধ নাই, নৌকায় যাই।

ফৈজুর নৌকা ঘাটে নাই। এ নৌকা কার ? মৌলবি সাহেবের। দৌলতপুর যাইব। ঔষধ আনিব।

ঢোল কার ? নয়ান ঢুলীর। ঢুলী ঢাকা গেল। ঢাক কিনিল। তবলা কিনিল।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

ঢুলী বাজায় ঢোল
কেন এত গোল ?
বৌ সাজে মিনি,
তাই এত গোল।

ঢ ষ ঔ ৌ

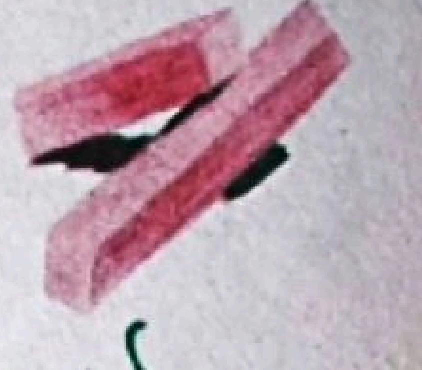

চাঁদ কাঠ শিং

চাঁদ করে ঝক মক, কাঠ কাটে ঠক ঠক।
গরু নাড়ে দুটি শিং, ঢোল বাজে ডিডিং ডিং

বাড়ির পাশে মাঠ। সেখানে কনক চাঁপার গাছ, কাঁঠাল গাছ। চাঁদ উঠিল। চল, মাঠে যাই। ষাঁড়টি কার? কত বড় শিং!

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

টেংরা নাচে চিংড়ি নাচে
নোংরা করে পানি,
ঘাটে বসে হাঁসা হাঁসী
করে কানাকানি।

হাঁসী বলে হাঁসা
হাঁসা বলে হাঁসী,
এই বলে হাঁসা হাঁসী
করে হাসাহাসি।

ঁ ঠ ং

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

অমলা   কণা   উষা

অমলার সেতার আছে। কণার বীণা আছে।
উষার পুতুল আছে।

উহারা তিন বোন। একজন বীণা বাজায়। একজন সেতার বাজায়। একজন পুতুল লইয়া খেলা করে। একবার কূয়ার ধারে যায়। একবার কাঁঠাল তলায় যায়। একবার বই লইয়া বসে।

নূরুর বাড়ি রংপুর। সে ঢাকা গেল। চিড়িয়াখানা দেখিল। সেখানে অনেক হরিণ, বাঘ আর পাখি।

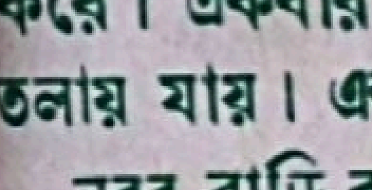

ছেলে মেয়ে করে গান.
কণা বলে বীণা আন।

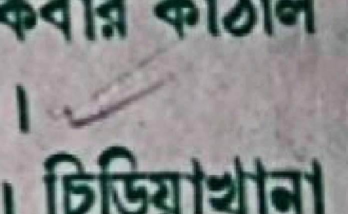

অ   ণ   উ

আষাঢ় সৎ দুঃখ

আষাঢ় মাস এল। সলিম সৎ লোক
তাহার দুঃখ নাই।

আষাঢ় মাস। চারিদিকে পানি থৈ থৈ করে। নৌকায় সবাই হাটে যায়। তাহারা এক সাথে বৈঠা বায়। আর বলে, মার টান হেইও। নদীর তীরে অনেক ছেলে মেয়ে। তাহারা হাসে, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ।

আষাঢ় মাসে নামল ঢল,
ছুটছে পানি ছলাৎ ছল।
ছেলেরা সব সাঁতার কাটে,
নৌকা বাঁধা নদীর ঘাটে।

ঢ় ৎ ঃ

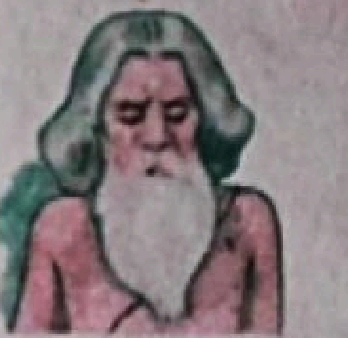

মিঞ ঋষি কৃষক বেঙ

ডিং ডিং ডিং। ঋষি পূজায় বসিল। কৃষকেরা জড় হইল। তাহারা সৎ লোক।

জলিল মিঞা নৌকা আন। ধান খেতে চল। কচুরিপানা সাফ করিব।

আষাঢ় মাসে বেঙ ডাকে। বিড়াল মিঞ মিঞ করে।

পানার উপর অনেক বেঙ। তাহারা লাফ দিল। সকলে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মতি মিঞা বেঙ কই ?
চেয়ে দেখ ঐ ঐ।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

ঞ ঋ ৃ ঙ

স্বর বর্ণ

অ আ ই ঈ

MOHAMMAD CHITTAGONG MUJIBUL HOQUE

উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ

ব্যঞ্জন বর্ণ

MOHAMMAD CHITTAGONG

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	শ	ষ
স	হ	ড়	ঢ়	য়
ৎ	ং	ঃ	ঁ	

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE
CHITTAGONG

খোকা খুকু লড়বে

দেশে দেশে পড়ে সাড়া,
বুক টান করে দাঁড়া।
কে কে তোরা যাবি বল্,
খোকা খুকু আগে চল।
চাঁদ তারা পতাকায়,
আয় সবে ছুটে আয়।
মাটি কাঁপে থর থর,
নাই কারো ভয় ডর।
খোকা খুকু লড়বে,
ভাল দেশ গড়বে।

[ঈষৎ পরিবর্তিত]

মঈনুদ্দীন

ফুল পরী

জুলেখা বাদশার মেয়ে। তার ভারী অহংকার। সব সময় মুখ ভার করিয়া থাকে। একদিন সে বাগানে গেল। দেখিল, একটি মেয়ে। ফুটফুটে চাঁদের মত।

জুলেখা কহিল, কে তুমি ? এখানে কেন ?

মেয়েটি কহিল, আমি ফুলপরী। আমি ফুলদের ঘুম ভাঙাই। ফুল নিয়ে খেলা করি।

জুলেখা রাগিয়া গেল। কহিল, আমার বাগানে আসিও না।

ফুলপরী দুঃখিত হইল। সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন বাগানে ফুল ফুটিল না। পাখিরা গান গাহিল না। ভোরে বাতাস বহিল না। দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল।

দুইদিন পর জুলেখার বিবাহ। বাদশাহ্ কোথাও ফুল পাইলেন না। জুলেখার মন খারাপ হইয়া গেল। সে বাগানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ফুলপরী আড়ালে ছিল। এবার সামনে আসিল। কহিল তুমি কাঁদিতেছ কেন ? জুলেখা কহিল, বোন, আমি ভুল করিয়াছি। আমাকে মাফ কর।

তারপর তাহারা হাসিল। গান গাহিল। এক সাথে ঘুরিয়া বেড়াইল।

পরদিন সকলে দেখিল, বাগানে ফুল ফুটিয়াছে। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে। পাখিরা গান ধরিয়াছে। আবার সকলের মুখে হাসি ফুটিল।

অন্য সত্য মধ্যে আলস্য

মাঠ ভরা সোনার ধান। ধান খেতের মধ্যে সারস পাখির বাসা। বাসায় দুইটি ছানা।

একদিন ছানারা কহিল, মা, অন্য জায়গায় চল। চাষী আজ মজুরকে ধান কাটিতে বলিয়াছে।

সারসী কহিল, ভয় নাই। কাল মজুর আসিবে না।

সত্যই পরদিন মজুর আসিল না।

ছানারা কহিল, মা, আজ চাষী তার ছেলেকে আসিতে বলিয়াছে।

সারসী কহিল, দেখিও, কাল ছেলেও আসিবে না। সত্যই পরদিন ছেলেও আসিল না।

চাষী কহিল, কাল আমি নিজেই আসিব।

শুনিয়া সারসী কহিল, হাঁ, আজ রাতে পলাইব। কাল চাষী সত্যই আসিবে।

MOHAMMAD CHITTAGONG

য ফলা=্য

গ্রাম প্রাণ শ্রাবণ ছাত্র

আমাদের গ্রামটি বড় ভাল। এখানে মসজিদ আছে। মাদ্রাসা আছে। পাঠশালা আছে। খেলার মাঠ আছে। পাশেই মেঘনা নদী। তাহাতে খুব স্রোত।

শ্রাবণ মাস। পানি থৈ থৈ করে। মাঠ ঘাট ডুবিয়া যায়। ভাদ্র মাসে গ্রামে পানি ঢোকে।

অগ্রহায়ণ মাসে পানি থাকে না। তখন কচি ঘাসে মাঠ ভরিয়া যায়।

শিহাব আমাদের পাঠশালার ছাত্র। সে উপরের শ্রেণীতে উঠিল। এজন্য গ্রাম ছাড়িয়া শহরে গেল। গ্রামের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে। তাই সে মাঝে মাঝে পত্র লেখে।

MOHAMMAD CHITTAGONG

র ফলা=্র

নিজের কাজ

শামীম বাগান করিল। ফুলগাছ লাগাইল। উহাতে রোজ পানি দেয়। আগাছা সাফ করে। গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী তাড়ায়। বাগানে কত ফুল হয়। গোলাপ, জবা, বেল ও জুঁই।

একধারে লাউ। অন্য ধারে সীম আর কলাগাছ। তাহাতে কত ফল ধরে! কিছু নিজেরা খায়। কিছু পাড়ার লোককে দেয়।

হারুন বলিল, তুমি বড় লোকের ছেলে। এই কাজ নিজে কর কেন?

শামীম বলিল, ইহাতে দোষ কি? নিজের কাজ নিজে করিতে শরম নাই।

হারুন বলিল, তা ঠিক। আমিও বাগান করিব।

শামীম বলিল, হাঁ, করিও। দেখিও কেমন ভাল লাগে।

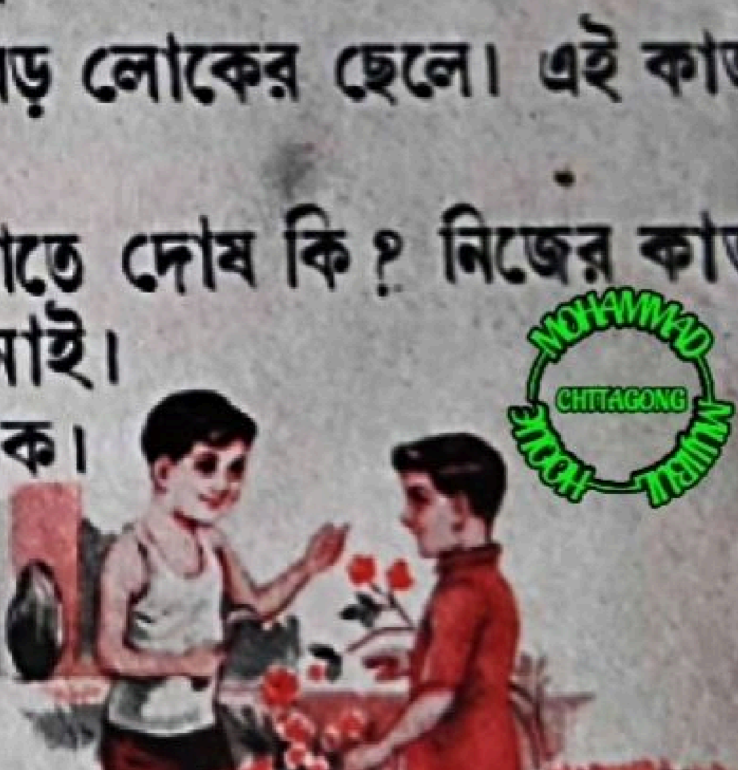

কর্জ মূর্খ অর্ধেক

গনি মিঞা একজন কৃষক। নিজের জমি নাই। অন্যের জমি চাষ করে। তাহাতে ধান হয়, পাট হয়। সে তাহার অর্ধেক ভাগ পায়।

ছেলের বিবাহে সে অনেক ধুমধাম করিল। ইহাতে অনেক টাকা কর্জ হইল। সে কর্জ আর শোধ হইল না। এখন তাহার দুঃখের শেষ নাই।

বিবাহের সময় গ্রামের লোক আমোদ করিয়াছে। ফুর্তি করিয়াছে। এখন তাহারা বলে, গনি মিঞা কেন কর্জ করিতে গেল?

রেফ = ´

টোনা আর টুনী

এক ছিল টোনা। আর এক ছিল টুনী। টোনা কহিল, টুনী, পিঠা তৈরি কর। টুনী কহিল, চাউল আন। গুড় আন। তৈল আন। কাঠ আন। আগুন আন। তবে ত পিঠা তৈরি করিব।

টোনা হাট হইতে চাউল আনিল। গুড় ও তৈল আনিল। বন হইতে কাঠ আনিল। পাশের বাড়ি হইতে আগুন আনিল।

টুনী পিঠা তৈরি করিতে বসিল। কাছেই ছিল একটা বেগুন গাছ। টোনা তার ডালে গিয়া বসিল।

এমন সময় সেখানে এক বিড়াল আসিল। কহিল, টোনা ভাই, তোমার বৌ কি রাঁধিতেছে? ভারী খুশবু ছুটিয়াছে।

টোনা কহিল, পিঠা তৈরি করিতেছে। তুমি দুপুরে আসিও। তোমাকে ভাগ দিব। বিড়াল খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর কুকুর আসিল। শিয়াল আসিল। বাঘ আসিল। সকলকেই টোনা ঐ কথা বলিয়া বিদায় করিল।

এদিকে টুনী পিঠা তৈরি করিয়া টোনাকে খাওয়াইল, নিজে খাইল। তারপর তাহারা আমগাছের উঁচু ডালে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

দুপুরে বিড়াল আসিল, কুকুর আসিল, শিয়াল ও বাঘ আসিল। দেখিল, কেহ বাড়ি নাই।

তাহারা টোনার চালাকি বুঝিতে পারিল। তখন আর কি করে? বোকা বনিয়া ফিরিয়া গেল।

টোনা আর টুনী ডাকিয়া উঠিল, টুন্ টুন্ টুন!

ছড়া

আয়রে আয় ছেলের দল
মাছ ধরিতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটলো
দোলায় চেপে যাই।

দে দোল, দে দোল,
রাঙা আলো ঝিলমিল,
খোকা হাসে খিলখিল।
কচি মুখে ফুটে উঠে,
আধো আধো বোল,
দে দোল দে দোল।

ছড়া

MOHAMMAD NURUL HOQUE CHITTAGONG

বাক বাকুম্ পায়রা,
মাথায় দিয়ে টায়রা
বউ সাজবে কাল্ কি,
চড়বে সোনার পাল্‌কি।

রোকনুজ্জামান খান

খুকু মণি

MOHAMMAD CHITTAGONG

খুকু মণি জনম নিল
যেদিন মোদের ঘরে,
পরীরা সব দেখ্‌তে এল
কতই খুশি ভরে।

আদর করে দুধ খাওয়ালো
সোনার পিয়ালাতে,
দোলা দিয়ে ঘুম পাড়ালো
জোছ্‌না মাখা রাতে।

ঘুরে ফিরে নেচে গেয়ে
হাত ধরে সব তায়,
কতই খেলা খেল্‌ল তারা
ফুলের বিছানায়।

গোলাম মোস্তফা

ভোর হলো

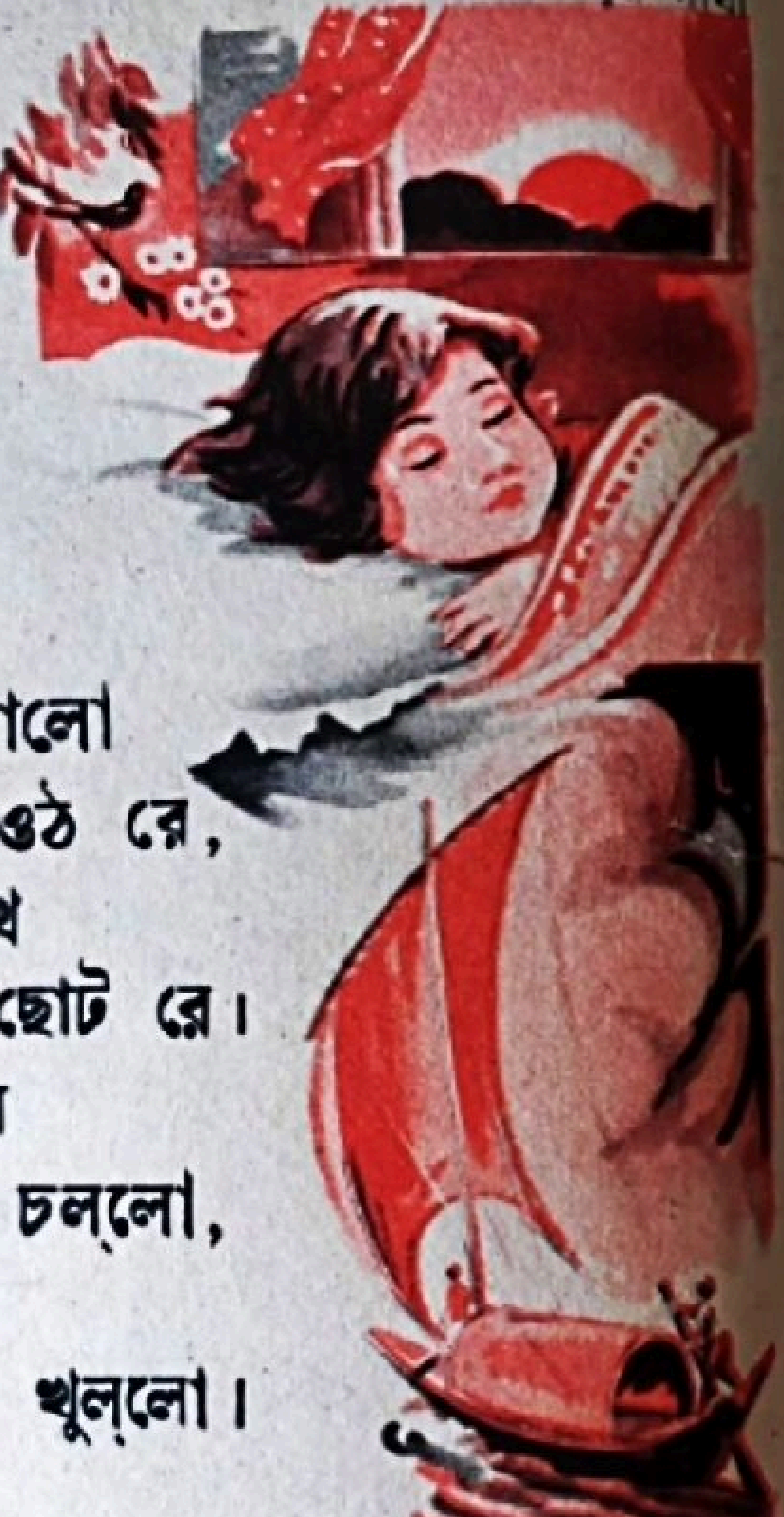

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমণি ওঠ রে,
ঐ ডাকে জুঁই শাখে
ফুল-খুকী ছোট রে।
খুলি' হাল তুলি পাল
ঐ তরী চল্‌লো,
এইবার এইবার
খুকু চোখ খুল্‌লো।
আল্‌সে নয় সে
ওঠে রোজ সকালে,
রোদ ভাই চাঁদা ভাই
টিপ দেয় কপালে।

কাজী নজরুল ইসলাম

মামার বাড়ি

আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
ফুল তুলিতে যাই,
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মামার বাড়ি যাই।
ঝড়ের দিনে মামার দেশে
আম কুড়াতে সুখ,
পাকা জামের মধুর রসে
রঙিন করি মুখ।

[পরিবর্তিত]

জসীম উদ্দীন

আমাদের দেশ

স+ত=স্ত পাকিস্তান
ন+দ=ন্দ সুন্দর

পাকিস্তান আমাদের দেশ।

এ দেশের বনে বনে ফুল ফোটে। গাছে গাছে পাখি গান গায়। মাঠে মাঠে ফসল ফলে। নদীর বুকে পাল তুলিয়া নৌকা চলে। মাঝী নৌকা বায়, আর গান গায়।

কোথাও কোথাও উঁচু উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় বরফের টুপী। কোথাও আবার মরুভুমি। শুধু বালু আর বালু।

ইসলামাবাদ পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকা, চাটগাঁ, করাচী, লাহোর, পেশাওয়ার বড় বড় শহর। এমন সুন্দর দেশ আর কোথাও নাই।

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITAGONG

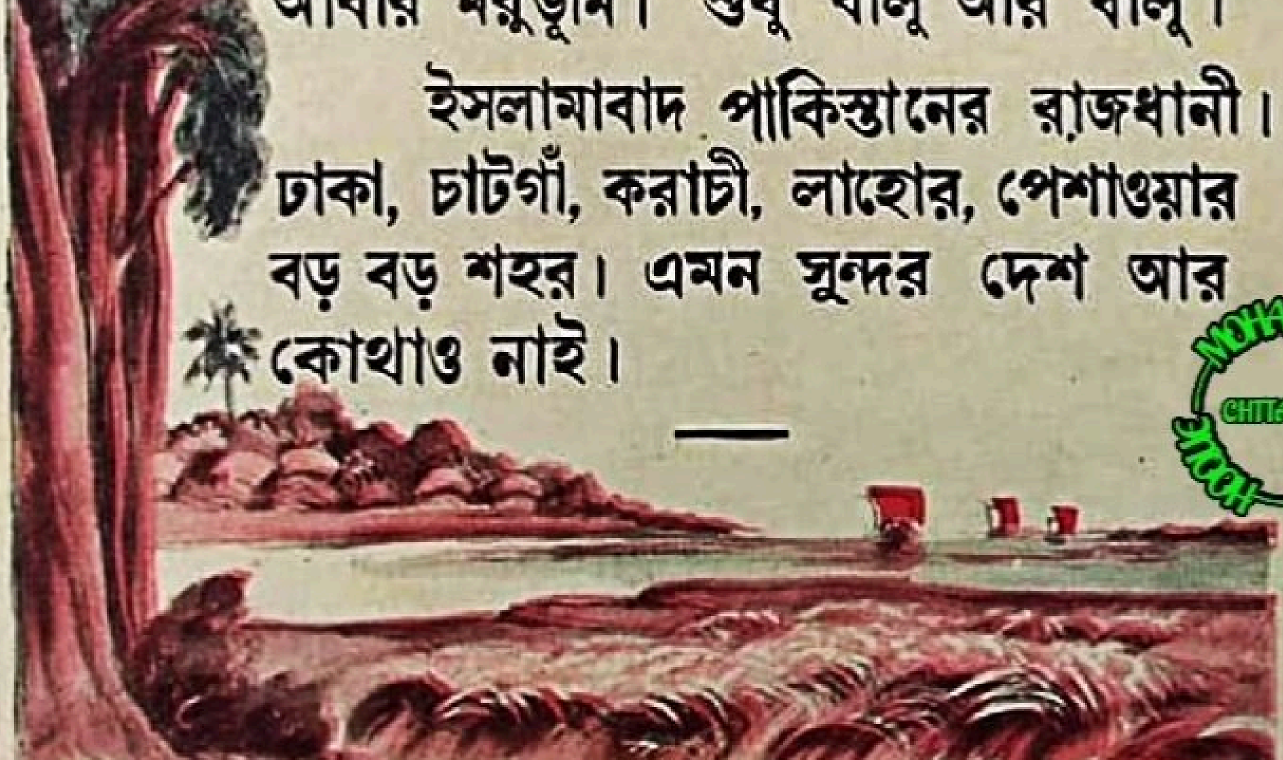

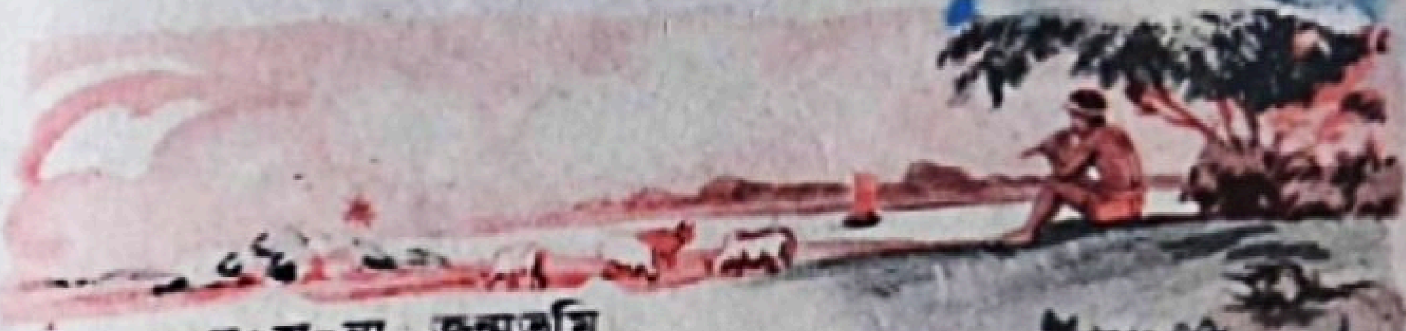

ন+ম=ন্ম জন্মভূমি

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের সেরা সে যে
আমার জন্মভূমি॥"

MOHAMMAD CHITTAGONG

আমাদের দেশ তারে কত ভালবাসি,
সবুজ ঘাসের বুকে শেফালীর হাসি।
মাঠে মাঠে চরে গরু, নদী বয়ে যায়,
জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।
রাখাল বাজায় বাঁশি দুপুরের বেলা,
চাষী ভাই করে চাষ, এই তার খেলা।
সোনার ফসল ফলে, খেত ভরা ধান,
সকলের মুখে হাসি, গান আর গান।

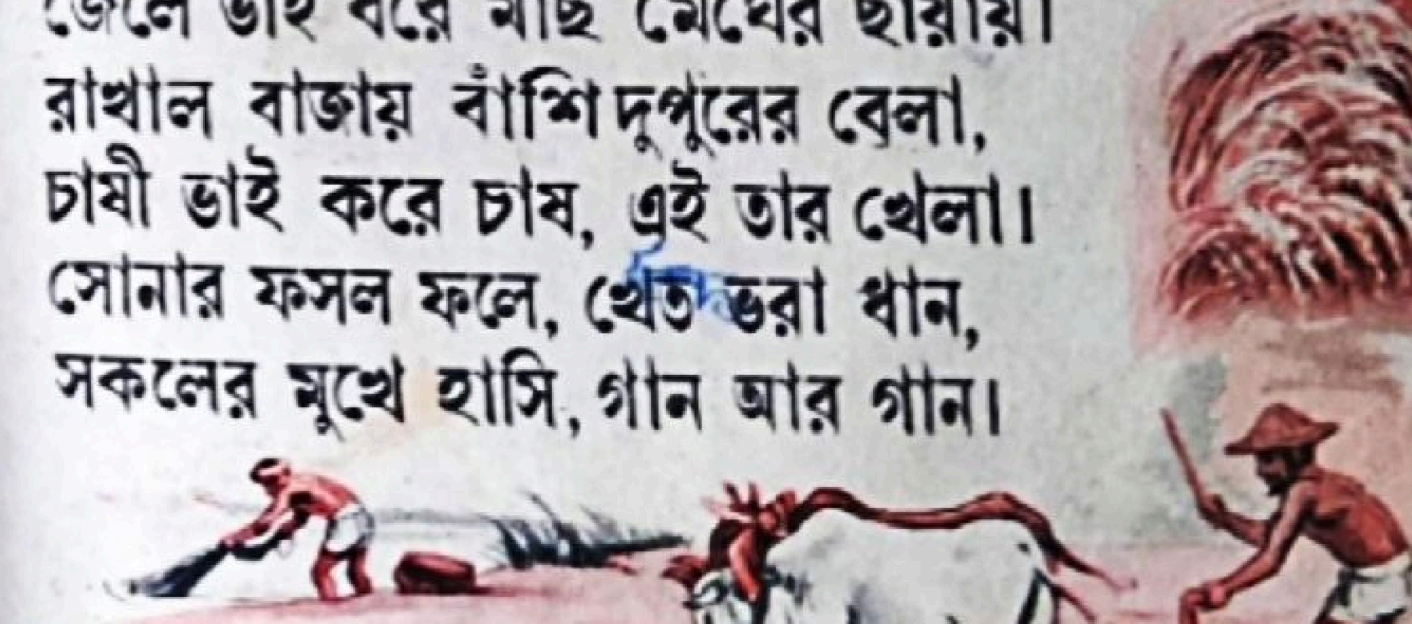

পিঁপড়ার কথা

"পিঁপড়া, পিঁপড়া, কয়টা ডিম ?"
"একটা, দুইটা, তিনটা ডিম।"

"পিঁপড়া, পিঁপড়া, কয়টা ছাও ?"
"চারটা, পাঁচটা, ছয়টা ছাও।"

"পিঁপড়া, পিঁপড়া, কয়টা নাও ?"
"সাতটা, আটটা, নয়টা নাও।"

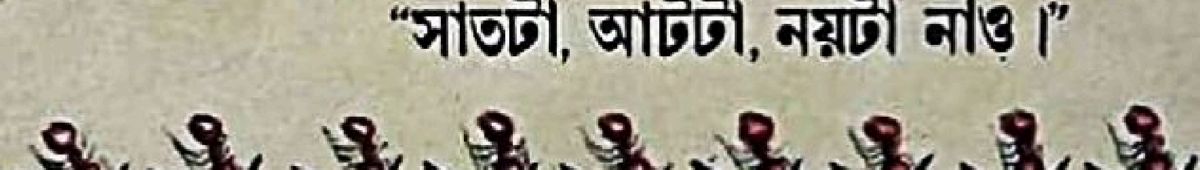

"পিঁপড়া, পিঁপড়া, কয়টা বউ ?"
"একে শূন্য দশটা বউ।" [ঈষৎ পরিবর্তিত]

ফররুখ আহমদ

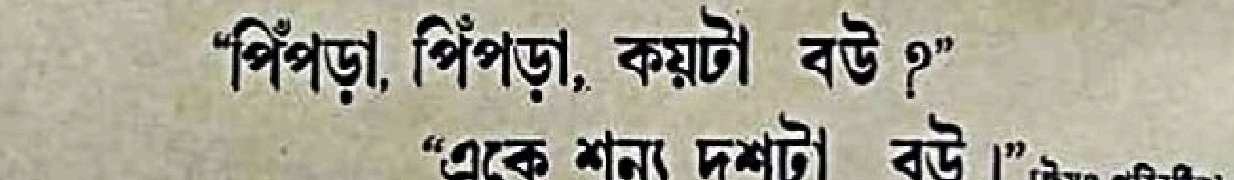

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

মোঃ মুজিবুল হক

২০৮০৭০৮-০১০০৮-০০৯১৬৬ বই

বউ? পিপড়া ড়ি কয়টা বউ

।।।..........

MOHAMMAD MUJIBUL HOQUE CHITTAGONG

সবুজ সাথী

585957

প্রথম ভাগ
১৯৭০

ঈস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড : ঢাকা

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : এ্যাবস্তা প্রেস—ঢাকা

মূল্য : আশি পয়সা